পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১ ॥

সূত—শ্রীল সূত গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **অথ**—সুতরাং; **তম্**—তাঁকে; **সুখম্ আসীনঃ**—সুখে উপবিষ্ট; **উপাসীনম্**—নিকটে যিনি বসে আছেন তাঁকে; **বৃহৎ-শ্রবাঃ**—অত্যন্ত সম্মানিত; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বিপ্রর্ষিম্**—বিপ্রর্ষিকে; **বীণা-পাণিঃ**—যিনি তাঁর হাতে বীণা ধারণ করেন; **স্ময়ন্ ইব**—স্মিত হেসে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেনঃ তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে বিপ্রর্ষিকে (বেদব্যাসকে) বললেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তখন হাসছিলেন, কেন না তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ভালভাবেই জানতেন। বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ছিল ভগবদ্ভক্তি-বিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদানে তাঁর অক্ষমতা, যা তিনি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করবেন। নারদ মুনি তাঁর সেই ত্রুটির কথা জানতেন এবং ব্যাসদেবের মনের অবস্থা তা সমর্থন করেছে।

শ্লোক ২

নারদ উবাচ

পারাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥ ২ ॥

নারদঃ—নারদ ; **উবাচ**—বললেন ; **পারাশর্য**—হে পরাশর পুত্র ; **মহাভাগ**—মহা-ভাগ্যবান ; **ভবতঃ**—তোমার ; **কচ্চিৎ**—যদি হয় ; **আত্মনা**—আত্মজ্ঞান দ্বারা ; **পরিতুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হয় কি ; **শারীরঃ**—দেহকে ; **আত্মা**—আত্মা ; মানসঃ—মনকে ; **এব**—অবশ্যই ; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ?

তাৎপর্য

নারদ মুনি এখানে ব্যাসদেবের অসন্তুষ্টির কারণ ইঙ্গিত করেছেন। মহর্ষি পরাশরের পুত্র ব্যাসদেবের পক্ষে এভাবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। এক মহান্ পিতার মহান্ সন্তানরূপে দেহ অথবা মনকে আত্মা বলে মনে করা তাঁর উচিত হয়নি। অল্পজ্ঞ মানুষেরা দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ব্যাসদেবের পক্ষে সেটি করা উচিত হয়নি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না জড় দেহ এবং মনের অতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রসন্ন হতে পারে না।

শ্লোক ৩

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতম্—পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করে ; **সুসম্পন্নম্**—সুসম্পন্ন ; **অপি**—তা সত্ত্বেও ; **তে**—তোমার ; **মহৎ-অদ্ভুতম্**—মহৎ এবং অদ্ভুত ; **কৃতবান্**—রচনা করেছ ; **ভারতম্**—মহাভারত ; **যঃ ত্বম্**—তুমি যা করেছ ; **সর্ব-অর্থ**—সমস্ত অর্থযুক্ত ; **পরিবৃংহিতম্**—বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অভাব অবশ্যই ব্যাসদেবের অসন্তোষের কারণ ছিল না, কেন না শিক্ষাকালে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তার প্রকাশ স্বরূপ বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪

জিজ্ঞাসিতমধীতং চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্ ।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

জিজ্ঞাসিতম্—পূর্ণরূপে বিবেচনা করে; **অধীতম্**—উপলব্ধ জ্ঞান; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম**—পরম-তত্ত্ব; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সনাতনম্**—নিত্য; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **শোচসি**—অনুশোচনা করছ; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **অকৃত-অর্থঃ**—অকৃতার্থ; **ইব**—মতো; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে প্রভু, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব রচিত বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ বর্ণনা, এবং তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলে স্বীকৃত। তাতে নিত্য সনাতন বস্তুর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে এবং তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সুতরাং ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তা হলে তিনি অনুশোচনা করছেন কেন?

শ্লোক ৫

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে ।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥

ব্যাসঃ—ব্যাসদেব; **উবাচ**—বললেন; **অস্তি**—আছে; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উক্তম্**—উক্ত; **তথাপি**—তবুও; **ন**—না; **আত্মা**—আত্মা; **পরিতুষ্যতে**—শান্ত হয়; **মে**—আমাকে; **তৎ**—তার; **মূলম্**—মূল; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **অগাধ-বোধম্**—অসীম জ্ঞানসম্পন্ন; **পৃচ্ছামহে**—জিজ্ঞাসা করে; **ত্বা**—আপনাকে; **আত্ম-ভব**—স্বয়ং-জন্মা; **আত্ম-ভূতম্**—সন্তান।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেনঃ আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই

অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। এই দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থাকার ফলে তারা জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই জড় জগতে লব্ধ সমস্ত জ্ঞান দেহ অথবা মনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত অসন্তোষের মূল কারণ। সেই কারণটি অবশ্য সব সময় বুঝতে পারা যায় না। জড়জাগতিক জ্ঞানের সব চাইতে বড় পণ্ডিতের পক্ষেও তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের অসন্তোষের মূল কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য নারদ মুনির মতো মহাজনের শরণাপন্ন হওয়া মঙ্গলজনক। নারদ মুনির শরণাগত কেন হতে হবে তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎপুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—এইভাবে; **বৈ**—অবশ্যই; **ভবান্**—আপনি; **বেদ**—জানেন; **সমস্ত**— সমস্ত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **উপাসিতঃ**—ভক্ত; **যৎ**—যেহেতু; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরাণঃ**—প্রাচীনতম; **পরাবরেশঃ**—জড় জগৎ এবং চিৎ জগতের নিয়ন্তা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজতি**—সৃজন করেন; **অবতি অত্তি**—ধ্বংস করেন; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **অসঙ্গঃ**—অনাসক্ত।

অনুবাদ

হে প্রভু! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত।

তাৎপর্য

যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের প্রতীক। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত এই ধরনের ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলীতে ভূষিত। এই চিন্ময় ঐশ্বর্যের কাছে যোগীর অষ্টসিদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ। পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত নারদ মুনির মতো ভক্ত তাঁর পারমার্থিক পূর্ণতার প্রভাবে অতি অদ্ভুত সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা সকলেই লাভ করার চেষ্টা করে থাকে। শ্রীল নারদ মুনি হচ্ছেন নিত্যসিদ্ধ জীব, কিন্তু তবুও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।

শ্লোক ৭

ত্বং পর্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী ।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

ত্বম্—আপনি ; **পর্যটন্**—ভ্রমণ করেন ; **অর্কঃ**—সূর্য ; **ইব**—মতো ; **ত্রি-লোকীম্**—ত্রিভুবন ; **অন্তঃ-চরঃ**—সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন ; **বায়ুঃ ইব**—সর্বব্যাপ্ত বায়ুর মতো ; **আত্ম**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ; **সাক্ষী**—সাক্ষী ; **পরাবরে**—কার্য এবং কারণ বিষয়ে ; **ব্রহ্মণি**—নির্গুণ ব্রহ্মে ; **ধর্মতঃ**—ধর্মের অনুশাসন অনুসারে ; **ব্রতৈঃ**—ব্রততে ; **স্নাতস্য**—নিষ্ণাত ;**মে**—আমার ; **ন্যূনম্**—অসম্পূর্ণতা ; **অলম্**—স্পষ্টভাবে ; **বিচক্ষ্ব**—খুঁজে দেখুন।

অনুবাদ

সূর্যের মতো আপনি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন এবং বায়ুর মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।

তাৎপর্য

দিব্য জ্ঞান, পূণ্য কর্ম, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, দান, ক্ষমা, অহিংসা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে শাস্ত্র-অধ্যয়ন ভগবদ্ভক্তি লাভের পক্ষে সহায়ক।

শ্লোক ৮

শ্রীনারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্ ।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীনারদঃ—শ্রীনারদ ; **উবাচ**—বললেন ; **ভবতা**—তোমার দ্বারা ; **অনুদিত-প্রায়ম্**—প্রায় অপ্রশংসিত ; **যশঃ**—মহিমা ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **অমলম্**—নিষ্কলুষ ; **যেন**—যাঁর দ্বারা ; **ইব**—অবশ্যই ; **অসৌ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান) ; **ন**—করে না ; **তুষ্যেত**—সন্তুষ্ট ; **মন্যে**—আমি মনে করি ; **তৎ**—তা ; **দর্শনম্**—দর্শন ; **খিলম্**—নিম্নতর।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেনঃ তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন।

তাৎপর্য

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে—নিত্য প্রভু এবং নিত্য ভৃত্যের সম্পর্ক। ভগবান জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন তাদের থেকেই প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য, এবং সেটিই কেবল ভগবান এবং জীব উভয়েরই সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। ব্যাসদেবের মতো মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বৈদিক শাস্ত্রকে অনেক বিস্তৃতরূপে সংকলন করেছেন এবং চরমে বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু তাদের একটিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেনি। শুষ্ক দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা পরম-তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলেও সরাসরিভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন না করার ফলে মোটেই আকর্ষণীয় হয় না। পারমার্থিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে যখন পরম-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তার মহিমা উপলব্ধির দিব্য আনন্দের কাছে অতি নগণ্য।

বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং। তথাপি তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, যদিও তিনিই হচ্ছেন তার রচয়িতা। সুতরাং, বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব যে ভাষ্য বিশ্লেষণ করেননি, সেই বেদান্ত-দর্শন পড়ে অথবা শুনে কি আনন্দ লাভ হতে পারে? এখানে *শ্রীমদ্ভাগবত*-রূপে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতার বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥

যথা—যতখানি সম্ভব; **ধর্ম-আদয়ঃ**—ধর্ম-আচরণের চারটি তত্ত্ব; **চ**—এবং; **অর্থাঃ**—উদ্দেশ্যসমূহ; **মুনি-বর্য**—হে মহান্ ঋষি, তোমার দ্বারা; **অনুকীর্তিতাঃ**—পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হয়েছে; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **বাসুদেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **মহিমা**—মহিমা; **হি**—অবশ্যই; **অনুবর্ণিতঃ**—নিরন্তর বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহান্ ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তৎক্ষণাৎ শ্রীল ব্যাসদেবের অপ্রসন্নতার কারণ ঘোষণা করলেন। তাঁর অনুশোচনার মূল কারণ ছিল বিভিন্ন পুরাণে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর

ইচ্ছাকৃত অবহেলা। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন, তবে তা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মতো এত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। এই চতুর্বর্গ ভগবদ্ভক্তির থেকে অনেক নিকৃষ্ট স্তরের বিষয়। বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীল ব্যাসদেব সে কথা খুব ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির উন্নত বৃত্তির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান না করে তিনি অনেকটা অসঙ্গতভাবে তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন, এবং তাই তিনি এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে কেউই যথাযথভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্বর্গের চরম ফল 'মুক্তি'র পরেও পুরুষেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। এই স্তরটিকে বলা হয় আত্মোপলব্ধির স্তর বা ব্রহ্মভূত স্তর। এই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জীব যথার্থভাবে প্রসন্ন হয়। কিন্তু এই প্রসন্নতা হচ্ছে দিব্য আনন্দের প্রাথমিক স্তর। এই আপেক্ষিক জগতে শান্তি এবং সমতা অর্জন করে পারমার্থিক স্তরে অগ্রসর হতে হয়। সমতা স্তর অতিক্রম করে জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। সেই নির্দেশ পরমেশ্বর ভগবান *ভগবদ্গীতায়* দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হলে এবং পরমার্থ উপলব্ধির মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে, নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিলেন যে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বারংবার তিনি যেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেন। তার ফলে তাঁর প্রবল বিষাদ দূর হবে।

শ্লোক ১০

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **যৎ**—যা; **বচঃ**—শব্দকোষ; **চিত্রপদম্**—সুসজ্জিত; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **জগৎ**—জগৎ; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **প্রগৃণীত**—বর্ণিত; **কর্হিচিৎ**—অতি অল্প; **তৎ**—তা; **বায়সম্**—কাক; **তীর্থম্**—তীর্থ; **উশন্তি**—মনে করে; **মানসাঃ**—সন্ত পুরুষেরা; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **হংসাঃ**—পারমার্থিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব; **নিরমন্তি**—আনন্দ আস্বাদন করেছেন; **উশিক্ক্ষয়াঃ**—যাঁরা ভগবদ্ধামে বাস করেন।

অনুবাদ

যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না।

তাৎপর্য

কাক এবং হংসরা সমপর্যায়ভুক্ত পক্ষী নয়। কেন না তাদের মানসিক প্রবৃত্তি ভিন্ন। সকাম কর্মী অথবা বিষয়াসক্ত মানুষদের কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আর সর্বতোভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত সন্ত পুরুষদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়। যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় কাকেরা সেখানে সুখে সমবেত হয়, ঠিক যেমন বিষয়াসক্ত সকাম কর্মীদের যেখানে সুরা, স্ত্রীলোক এবং স্থূল ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়, সেই সমস্ত স্থানে আনন্দের অন্বেষণ করে। কাকেরা যেখানে সুখের অন্বেষণে সমবেত হয়, হংসেরা সেখানে আনন্দের অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বর্ণের পদ্মফুলের দ্বারা শোভিত নির্মল সরোবরে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে এই দুটি পক্ষীর মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন ধরনের জীবকে প্রকৃতি তাদের মনোবৃত্তি অনুসারে প্রভাবিত করে এবং তাদের কখনই সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তেমনই, বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকমের সাহিত্য রয়েছে। বাজারের যে সমস্ত সাহিত্য কাক সদৃশ মানুষদের আকৃষ্ট করে, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে পূতিগন্ধময় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিষয়। সেগুলি সাধারণত স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সম্পর্কিত জাগতিক বিষয়। সেগুলি নানা রকম আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত পার্থিব দৃষ্টান্ত এবং রূপক সমন্বিত বর্ণনায় পূর্ণ। কিন্তু তা হলেও সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না। এই ধরনের কবিতা এবং রচনা, তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন, মৃতদেহকে সাজানোর মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত মানুষ, যাঁদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কখনই এই ধরনের মৃত সাহিত্যে আনন্দের অন্বেষণ করেন না, যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিচারে মৃত মানুষদের সুখভোগের উৎস। এই সমস্ত রাজসিক ও তামসিক সাহিত্যগুলি বিভিন্ন ধরনের ছাপ মেরে বিতরণ করা হয়, কিন্তু তা মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার সহায়ক হয় না এবং তাই হংস সদৃশ সাধু পুরুষেরা কখনই তা স্পর্শ করে না। পারমার্থিক স্তরে উন্নত এই সব মানুষদের বলা হয় 'মানস'। কেন না তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ অথবা অহংকারাচ্ছন্ন মনের সূক্ষ্ম জল্পনা-কল্পনা সর্বতোভাবে বর্জন করে।

সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষ, বৈজ্ঞানিক, জড় বিষয়ের কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা, যারা কেবল জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাতেই মগ্ন, তারা হচ্ছে মায়ার হাতের ক্রীড়নক। যেখানে পরিত্যক্ত বিষয়গুলি ফেলে দেওয়া হয়, সেখানেই তারা আনন্দের অন্বেষণ করে। শ্রীধর স্বামীর মতে, এটি হচ্ছে বেশ্যাসক্তদের সুখ।

কিন্তু যে-সমস্ত সাহিত্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে, মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত পরমহংসরা তা আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১১

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

তৎ—তা; **বাক্**—শব্দকোষ; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **জনতা**—জনসাধারণ; **অঘ**—পাপ; **বিপ্লবঃ**—বিপ্লব; **যস্মিন্**—যাতে; **প্রতি-শ্লোকম্**—প্রতিটি শ্লোক; **অবদ্ধবতি**—অনিয়মিতভাবে রচিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **নামানি**—দিব্য নাম আদি; **অনন্তস্য**—অন্তহীন ভগবানের; **যশঃ**—মহিমা; **অঙ্কিতানি**—চিত্রিত; **যৎ**—যা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **গায়ন্তি**—গান করেন; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করেন; **সাধবঃ**—সৎ এবং বিশুদ্ধচেতা পুরুষ।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা খারাপের মধ্যে থেকেও ভালটি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধিমান মানুষের বিষভাণ্ড থেকেও অমৃত আহরণ করা উচিত, স্বর্ণ অত্যন্ত নোংরা জায়গা থেকেও গ্রহণ করা উচিত, গুণবতী সতী স্ত্রী অজ্ঞাত কুলশীলা হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং অস্পৃশ্য কুলোদ্ভূত হলেও যথার্থ শিক্ষকের কাছ থেকে সৎশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এগুলি সর্বস্থানে সর্বস্তরে মানুষদের প্রতি কয়েকটি নৈতিক উপদেশ। কিন্তু একজন সাধু হচ্ছেন জনসাধারণের থেকে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং যশ কীর্তিত হলে জগতের কলুষিত পরিবেশ পবিত্র হয় এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের প্রচারের ফলে মানুষ প্রকৃতিস্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিশেষ শ্লোকটির ভাষ্য রচনা করার সময় আমাদের একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীন সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করেছে। রাজনীতির সাথে আমাদের কোনই

সম্পর্ক নেই, তবুও আমরা দেখছি যে পূর্বে ভারত এবং চীন উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বহু বছর সহাবস্থান করে এসেছে। তার কারণ হচ্ছে যে সেই সময় তারা ভগবৎ চেতনাময় পরিবেশে বাস করছিল, এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসী, নির্মল হৃদয়সম্পন্ন ও সরল এবং তখন কোন রকম রাজনৈতিক কপটতা ছিল না। ভারত এবং চীনের মধ্যে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী একফালি জমি নিয়ে বিবাদ করার কোন কারণ ছিল না, এবং অবশ্যই তা নিয়ে যুদ্ধেও নামার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু কলহের যুগ এই কলির প্রভাবে, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত পরিস্থিতি, একদল মানুষ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নাম এবং মহিমা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই, সারা পৃথিবী জুড়ে ভাগবতের বাণী প্রচার করার এক মহান প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। প্রতিটি দায়িত্বসম্পন্ন ভারতবাসীর কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধন করে পৃথিবীতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করা। ভারতবর্ষ যেহেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অবহেলা করছে, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে এই সংকট এবং বিবাদ দেখা দিয়েছে। আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অপ্রাকৃত বাণী যদি পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় লোকেরা গ্রহণ করেন তা হলে অবশ্যই তাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ তাঁদের অনুসরণ করবে। সাধারণত জনসাধারণ রাজনীতিবিদ্ এবং নেতাদের হাতের ক্রীড়নক; যদি নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা জানি যে জনসাধারণের হৃদয়ে ভগবৎ চেতনার পুনঃপ্রকাশ করার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর বুকে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মহান গ্রন্থ প্রচারে আমাদের চেষ্টা ঐকান্তিক হলেও তাতে বহু অসুবিধা রয়েছে। যথার্থভাবে এই বিষয়টি উপস্থাপন করতে, বিশেষ করে একটি বিদেশি ভাষায়, অবশ্যই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে, এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাতে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে। কিন্তু তবুও আমরা নিশ্চিন্তভাবে জানি যে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও এই বিষয়টির গাম্ভীর্য যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে এবং সমাজের নেতারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে এক সৎ প্রচেষ্টারূপে তা গ্রহণ করবেন। গৃহে যখন আগুন লাগে, তখন বিদেশি প্রতিবেশীর কাছেও গৃহবাসীরা সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং তাদের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত না করা হলেও প্রতিবেশীরাও তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিল পরিবেশে *শ্রীমদ্ভাগবতের* অপ্রাকৃত বাণী প্রচার করার জন্য সেই ধরনের সহযোগিতারই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত এক বিজ্ঞান, এবং তাই

আমরা তার বিষয়বস্তুর কথাই বিবেচনা করি, ভাষার নয়। এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি পৃথিবীর মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন জড় বিষয়ের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে তখন যে সামান্য কারণেও মানুষে-মানুষে অথবা দেশে-দেশে যুদ্ধ লাগবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এটি হচ্ছে কলহের যুগ কলিযুগের নিয়ম। সমস্ত পরিবেশ আজ সব রকম পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং সকলেই সেটা খুব ভালভাবে জানে। ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উপায় বর্ণনা করে কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে অশ্লীল সাহিত্য বর্জন করার জন্য সরকারি বিভাগ রয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় যে সরকার এবং দায়িত্বসম্পন্ন নেতারা এই ধরনের সাহিত্য অনুমোদন করেন না, কিন্তু তবুও তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে; কেন না মানুষ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সেগুলি চায়। জনসাধারণ পড়তে চায় (সেটি তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি), কিন্তু যেহেতু তাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হয়ে গেছে, তাই তারা এই ধরনের সাহিত্য চায়।

এই পরিস্থিতিতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো অপ্রাকৃত সাহিত্য যে কেবল জনসাধারণের কলুষিত মনকেই নিষ্কলুষ করবে তা নয়, উপরন্তু তা তাদের উৎসাহ-দ্যোতক সাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ করবে। প্রথমে তা পড়তে তারা অনিচ্ছুক হতে পারে কেন না পাণ্ডু রোগাক্রান্ত রোগী মিছরি খেতে চায় না, কিন্তু মিছরিই হচ্ছে সেই রোগের ঔষধ। তেমনই, সুপরিকল্পিতভাবে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* জনপ্রিয়তা বর্ধন করা হোক, যাতে জনসাধারণ তা পড়তে আগ্রহী হয়। তা হলে তা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনরূপ পাণ্ডুরোগে মিছরির মতো কাজ করবে। মানুষ যখন এই গ্রন্থের রস একবার আস্বাদন করবে, তখন অন্য সমস্ত সাহিত্য, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে বিষ প্রদান করছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, বহু ভুল-ভ্রান্তি সহ উপস্থাপন করা হলেও মানব সমাজের প্রতিটি মানুষ *শ্রীমদ্ভাগবতকে* সাদরে গ্রহণ করবে, কেন না শ্রীনারদ মুনির মতো মহাজন এই অধ্যায়ে আবির্ভূত হয়ে তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্লোক ১২

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১২ ॥

নৈষ্কর্ম্যম্—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধি; **অপি**—তথাপি; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর স্বরূপাবস্থা থেকে কখনও চ্যুত হন না; **ভাব**—ধারণা; **বর্জিতম্**—বর্জিত; **ন**—না; **শোভতে**—শোভা পায়; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **অলম্**—ক্রমশ; **নিরঞ্জনম্**—উপাধিমুক্ত; **কুতঃ**—কোথায়; **পুনঃ**—পুনরায়;

শশ্বৎ—নিরন্তর ; **অভদ্রম্**—অশুভ ; **ঈশ্বরে**—ভগবানে ; **ন**—না ; **চ**—এবং ; **অর্পিতম্**—অর্পিত ; **কর্ম**—সকাম কর্ম ; **যৎ অপি**—যা ; **অকারণম্**—কারণ রহিত।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন ?

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য মহিমাবিহীন সাধারণ সাহিত্যই কেবল নয়, বৈদিক শাস্ত্রাদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণনা করে না, তখন তাও নিন্দনীয় বলে বর্জন করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের যেখানে নিন্দা করা হচ্ছে, তখন ভগবদ্ভক্তিহীন সকাম কর্মের কি কথা ? এই ধরনের কল্পনাপ্রধান জ্ঞান এবং সকাম কর্ম জীবকে কলুষ মুক্ত করতে পারে না। সকাম কর্ম, যাতে প্রায় সমস্ত মানুষই যুক্ত, শুরুতে অথবা শেষে সর্বদাই ক্লেশদায়ক। তা কেবল তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তির অনুকূল হয়। ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে সেই ধরনের কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদন করা যেতে পারে, তা না হলে তা কর্মবন্ধনে পরিণত হয়। সমস্ত কর্মের যথার্থ ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই যখন তা জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন তা কেবল চরম দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১৩

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

অথো—সুতরাং ; **মহা-ভাগ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান ; **ভবান্**—তুমি ; **অমোঘ-দৃক্**—পূর্ণদ্রষ্টা ; **শুচি**—নিষ্কলঙ্ক ; **শ্রবাঃ**—প্রসিদ্ধ ; **সত্য-রতঃ**—সত্যবাদিতার ব্রতপরায়ণ ; **ধৃত-ব্রতঃ**—দিব্য গুণাবলীযুক্ত ; **উরুক্রমস্য**—যিনি অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন (ভগবান) ; **অখিল**—সমগ্র বিশ্বের ; **বন্ধ**—বন্ধন ; **মুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য ; **সমাধিনা**—সমাধি দ্বারা ; **অনুস্মর**—নিরন্তর চিন্তা কর এবং তারপর তা বর্ণনা কর ; **তৎ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাসের।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার।

তাৎপর্য

সাহিত্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক রুচি রয়েছে। অজ্ঞাত বিষয়ে তারা প্রামাণিক সূত্র থেকে শুনতে চায় এবং পড়তে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই রুচির সুযোগ নিয়ে একদল প্রবঞ্চক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত সাহিত্য রচনা করছে। সেই সমস্ত সাহিত্য মায়ার দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন রকমের জড় কবিতা এবং মনোধর্মপ্রসূত দর্শনে পূর্ণ, এবং তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-ইন্দ্রিয়-ভোগ। এই ধরনের সাহিত্য যদিও সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন, তবুও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আকর্ষণ করার জন্য তা বিভিন্নভাবে অলঙ্কৃত। এইভাবে জীব সেই সমস্ত সাহিত্যের দ্বারা মোহিত হয়ে কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তরে মুক্তির আশারহিত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনারদ ঋষি এই ধরনের অর্থহীন সাহিত্যের করাল কবলগ্রস্ত হয়েছে যে সমস্ত মানুষ, তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাহিত্য রচনা করতে, যা কেবল মানুষকে আকৃষ্টই করবে না উপরন্তু তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। শ্রীল ব্যাসদেব অথবা তাঁর প্রতিনিধিরা এই কার্য সম্পাদনে যথার্থভাবে যোগ্য, কেন না তাঁরা সত্য দর্শন করার যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর প্রতিনিধিরা তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে বিশুদ্ধ চেতনাবিশিষ্ট এবং ভগবানের ভক্তি সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত ; তাঁরা পাপপঙ্কিল জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। বদ্ধ জীবেরা নতুন নতুন তথ্য জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী এবং শ্রীল নারদ মুনি অথবা ব্যাসদেবের মতো দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমার্থবাদীরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে উৎসুক মানুষদের অপ্রাকৃত জগতের অন্তহীন সংবাদ প্রদান করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য অংশ এবং এই পৃথিবী হচ্ছে জড় জগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

সমগ্র পৃথিবীতে হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছেন, এবং তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে নানা রকম তথ্য প্রদান করার জন্য হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত গ্রন্থ পৃথিবীতে শান্তি এবং সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। তার কারণ হচ্ছে সেই সমস্ত শাস্ত্রে পারমার্থিক বিষয়ের অভাব ; তাই যে জড় সভ্যতা মানুষের জীবনীশক্তি শোষণ করে এক চরম দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তা থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, যা ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেছেন, আর *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনা। এই সাহিত্যই কেবল অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করে দিব্য আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাতে পারে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সমস্ত জগতের সমস্ত

মানুষকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ। পরমেশ্বর ভগবানের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী কেবল ব্যাসদেব এবং তাঁর আদর্শ প্রতিনিধিরাই বর্ণনা করতে পারেন, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তদের হৃদয়েই কেবল তাঁদের অনন্য ভক্তির প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, বহু বহু বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করলেও অন্য কেউ ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারে না বা বর্ণনা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা এত নিখুঁত এবং যথাযথ যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে তাতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা আজ ঠিক সেইভাবে ঘটেছে। কেন না এই গ্রন্থের প্রণেতা ত্রিকালদর্শী, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। ব্যাসদেবের মতো মুক্ত পুরুষেরা কেবল তাঁদের দৃষ্টি এবং জ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হননি, তাঁরা তাঁদের শ্রবণে, চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপেও পূর্ণতা প্রাপ্ত। মুক্ত পুরুষদের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, এবং সেই পবিত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষিকেশের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করা যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বেদের রচয়িতা, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ-আত্মা শ্রীল ব্যাসদেব কৃত পূর্ণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বর্ণনা।

শ্লোক ১৪

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তা থেকে; **অন্যথা**—ব্যতীত; **কিঞ্চন**—কিছু; **যৎ**—যা কিছু; **বিবক্ষতঃ**—বর্ণনা করতে ইচ্ছুক; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দৃশঃ**—দৃষ্টি; **তৎকৃতঃ**—তার প্রতিক্রিয়া; **রূপ**—রূপ; **নামভিঃ**—নামের দ্বারা; **ন কর্হিচিৎ**—কখনও নয়; **ক্বাপি**—যে কোন; **চ**—এবং; **দুঃস্থিতা মতিঃ**—চঞ্চল চিত্ত; **লভেত**—লাভ করে; **বাত-আহত**—বায়ুতাড়িত; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—মতো; **আস্পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সম্পাদক, এবং তাই তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন সকাম কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। তা

ছাড়াও, বিভিন্ন পুরাণে তিনি বিভিন্ন নাম এবং রূপ সমন্বিত বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করতে জনসাধারণ একটু বিভ্রান্ত হতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে তারা এমনিতেই বিভ্রান্ত। শ্রীল নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের বৈদিক সাহিত্য সংকলনে এই বিশেষ ত্রুটিটি সম্বন্ধে তাঁকে বোঝালেন, এবং তাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে সব কিছুর বর্ণনা করতে নির্দেশ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান ছাড়া আর অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রূপে ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন একটি গাছের মূলস্বরূপ। তিনি হচ্ছেন একটি দেহের উদরস্বরূপ। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিতে জল দেওয়া হয়, উদরকে খাদ্য দিয়ে যেমন সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার হয়, ঠিক তেমনই ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাই ভাগবত পুরাণ ছাড়া অন্য কোন পুরাণ রচনা করা ব্যাসদেবের পক্ষে সমীচীন হয়নি, কেন না ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে একটু বিক্ষিপ্ত হলেই আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। যদি একটি ছোট ভ্রান্তির ফলে এইরূপ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, তা হলে অদ্বয় তত্ত্ব ভগবানের থেকে ভিন্ন ভাবধারায় স্বেচ্ছাকৃত প্রচারের ফলে যে কি সর্বনাশ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে যে তার ফলে এক বিশেষ সর্বেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলস্বরূপ বহু ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যা জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তার ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবে জীব যখন মনে করে যে, যে-কোন একজনকে পূজা করলে চরমে তার ফল একই হবে, এবং তাই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে যখন ভগবৎ-সেবাবিমুখ হয়, তার পারমার্থিক জীবনের সর্বনাশ হয়। এই সম্পর্কে ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা তাড়িত নৌকার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। সর্বেশ্বরবাদীদের বিক্ষিপ্ত মন, তার আরাধনার বস্তু নির্বাচন করতে না পারার ফলে কখনই পূর্ণরূপে আত্ম-জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেহনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ ১৫ ॥

জুগুপ্সিতম্—বিশেষভাবে নিন্দিত; **ধর্ম-কৃতে**—ধর্মের জন্য; **অনু-শাসতঃ**—অনুশাসন; **স্ব-ভাব-রক্তস্য**—স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত; **মহান্**—মহান; **ব্যতিক্রমঃ**—ব্যতিক্রম; **যৎ-বাক্যতঃ**—যার নির্দেশ অনুসারে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **ইতরঃ**—জনসাধারণ; **স্থিতঃ**—স্থিত; **ন**—করে না; **মন্যতে**—মনে কর; **তস্য**—তার; **নিবারণম্**—নিবারণ; **জনঃ**—তারা।

অনুবাদ

জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীল নারদ মুনি মহাভারত আদি শাস্ত্রে বর্ণিত সকাম কর্মপর বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য রচনা করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেবকে তিরস্কার করছেন। জন্ম-জন্মান্তরের জড়-জাগতিক আসক্তির প্রভাবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী। মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। এই মনুষ্য জীবন হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করা। বদ্ধ জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ার ফলে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে আবর্তিত হয়ে দণ্ডভোগ করে। মনুষ্য জীবন লাভ করার ফলে জীবের এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ আসে, এবং তাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই অবস্থায় ধর্ম-অনুষ্ঠানের নামে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পরিকল্পনায় কখনই তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত নয়। মানব জীবনের এই সম্ভাবনা ব্যাহত হলে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে যায়। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন মহাভারত আদি সাহিত্যের আচার্য, এবং তিনি যদি মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখভোগে অনুপ্রাণিত করেন, তা হলে পারমার্থিক প্রগতির পথে তা এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কেন না জনসাধারণ তা হলে জড় বন্ধনরূপ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে কখনই বিরত হতে চাইবে না। একসময় মানুষ যখন ধর্মের নামে যজ্ঞে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া শুরু করেছিল, তখন ভগবান বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মের নামে এই পশুবলি বন্ধ করার জন্য মানুষকে বেদ-বিমুখ করেছিলেন। নারদ মুনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন এবং তাই সেই ধরনের সাহিত্যের তিনি নিন্দা করেছিলেন। মাংসাহারী মানুষেরা এখনও ধর্মের নামে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে পশুবলি দেয়, কেন না কোন কোন বৈদিক সাহিত্যে বিধিবদ্ধভাবে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংস আহার থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা। কিন্তু কালক্রমে সেই উদ্দেশ্যের কথা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে এবং তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য কসাইখানা গড়ে উঠেছে। তার কারণ হচ্ছে জড়বাদী মূর্খ মানুষেরা বৈদিক বিধি বিশ্লেষণে সক্ষম মানুষদের কথা শুনতে চায় না।

বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রচণ্ড কর্ম করা অথবা অপর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা অথবা প্রজাবৃদ্ধি করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় আসক্তি রহিত হওয়া। জড়বাদী মানুষেরা এই সমস্ত নির্দেশ শুনতে চায় না। তাদের মতে যে সমস্ত মানুষ তাদের জীবন-ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনে অক্ষম অথবা যে-সমস্ত মানুষ সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনি, তথাকথিত সন্ন্যাস জীবন তাদেরই জন্য।

মহাভারতের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে অবশ্য নানা রকম জড় বিষয়ের সাথে পারমার্থিক বিষয়েরও আলোচনা করা হয়েছে। *মহাভারতে ভগবদ্গীতা* রয়েছে। সম্পূর্ণ *মহাভারতের* মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* চরম নির্দেশ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ, অন্য সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষেরা মহাভারতের এই মূল বিষয় *ভগবদ্গীতার* থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জনসেবার প্রতি অধিক আকৃষ্ট। ব্যাসদেবের এই সমন্বয়বাদী মনোভাবের জন্য নারদ মুনি স্পষ্টভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন সরাসরিভাবে ঘোষণা করেন যে মানব জীবনের পরম প্রয়োজন হচ্ছে অচিরেই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়া।

রোগগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করা। সুদক্ষ চিকিৎসক কখনই রোগীকে তার ইচ্ছামত আহার করতে দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেন না। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, যে মানুষ সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত তাকে তার বৃত্তি থেকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, কেন না ধীরে ধীরে সে আত্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে সমস্ত মানুষ তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুষ্ক জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠিত, তাদের বেলায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত তাদের এই ধরনের উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ১৬

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মনস্ততো ভবান্দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ ॥ ১৬ ॥

বিচক্ষণঃ—অত্যন্ত দক্ষ; **অস্য**—তার; **অর্হতি**—যোগ্য হয়; **বেদিতুম্**—বুঝতে পারা; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনন্ত-পারস্য**—অসীমের; **নিবৃত্তিতঃ**—নিবৃত্ত হয়েছেন; **সুখম্**—জড়-জাগতিক সুখ; **প্রবর্ত-মানস্য**—আসক্ত জীবদের; **গুণৈঃ**—জড় গুণের দ্বারা; **অনাত্মনঃ**—পারমার্থিক জ্ঞান-রহিত; **ততঃ**—সে জন্য; **ভবান্**—তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তি; **দর্শয়**—পথ প্রদর্শন কর; **চেষ্টিতম্**—কার্য-কলাপ; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা।

তাৎপর্য

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অত্যন্ত কঠিন বিষয়, বিশেষ করে তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্বরূপ বর্ণনা করে। এই বিষয়টি সাংসারিক কার্যে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের বোধগম্য নয়। যাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের দ্বারা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে প্রায় বিরত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই মহৎ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার যোগ্য। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করেন, এবং হাজার হাজার সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে দু'একজন কেবল সবিশেষ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বত জানতে পারেন। তাই নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন সরাসরিভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে। সেই বিজ্ঞানে শ্রীল ব্যাসদেব অত্যন্ত পারদর্শী এবং তিনি জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত। তাই তা বর্ণনা করতে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি, এবং শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন তাঁর আদর্শ গ্রহীতা। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাই বিষয়াসক্ত জনসাধারণের হৃদয়ে তা ঔষধের মতো কার্য করে। যেহেতু এই শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার। সাধারণ মানুষ তার মাধ্যমে ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং তার ফলে তারা ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারে এবং ধীরে ধীরে ভবরোগ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ ভক্তরা জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সুদক্ষ ভক্ত বিষয়াসক্ত জনসাধারণের স্থূল মস্তিষ্কে তা সঞ্চারিত করার বিচক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ভক্তদের এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিষয়াসক্ত মানুষদের মূর্খ সমাজে এক নবজীবনের সূচনা করতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত কুশলতা অবলম্বন করেছেন। সেই পন্থা অনুসরণ করে এই কলিযুগে কলহপরায়ণ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৭

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥ ১৭ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **স্ব-ধর্মম্**—স্বধর্ম; **চরণ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **ভজন্**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবা; **অপক্বঃ**—অপরিণত; **অথ**—অতএব; **পতেত**—পতিত হয়; **ততঃ**—সেখান থেকে; **যদি**—যদি; **যত্র**—যেখানে; **ক্ব**—কি রকম; **বা**—অথবা; **অভদ্রম্**—প্রতিকূল; **অভূৎ**—হবে; **অমুষ্য**—তার; **কিম্**—কিছুই নয়; **কঃ বা অর্থঃ**—কি লাভ; **আপ্তঃ**—প্রাপ্ত; **অভজতাম্**—অভক্তদের; **স্ব-ধর্মতঃ**—বৃত্তিগত ধর্মের যুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ব অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

মানুষের অসংখ্য কর্তব্য রয়েছে। মানুষ তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, সমাজ, দেশ বিভিন্ন জীব বা দেবতাদের প্রতিই কেবল নয়, মহান দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিদের প্রতিও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এই সমস্ত কর্তব্য থেকে মুক্ত হন। তাই কেউ যদি তা করেন এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সফল হন, তা হলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হল এবং তারপর অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হল। ইতিহাসে সে রকম কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে মহারাজ ভরতকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। তার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। তবে তিনি তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভুলে যাননি। তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অপরাধ করার ফলে মহারাজ চিত্রকেতুও অধঃপতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে

ভগবানের চরণারবিন্দে শরণাগত হওয়ার পর যদি কারো পতনও হয়, তবুও তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হবেন না। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে সর্ব অবস্থাতেই সেই সেবা চলতে থাকে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে স্বল্প ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনও অত্যন্ত ভয়ংকর অবস্থা থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারে। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে অজামিল। অজামিল তাঁর প্রথম জীবনে ভক্ত ছিলেন, কিন্তু যৌবনে তাঁর পতন হয়। কিন্তু তবুও অন্তিম সময়ে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ১৮

তস্যৈব হেতোঃ প্রয়তেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৮ ॥

তস্য—সেই হেতু; **এব**—কেবল; **হেতোঃ**—কারণ; **প্রয়তেত**—প্রয়াস করা উচিত; **কোবিদঃ**—আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন মানুষ; **ন**—না; **লভ্যতে**—লাভ করতে পারে; **যৎ**—যা; **ভ্রমতাম্**—ভ্রমণ করতে করতে; **উপরি অধঃ**—উপর থেকে নিচ পর্যন্ত; **তৎ**—তা; **লভ্যতে**—লাভ করতে পারে; **দুঃখবৎ**—দুঃখের মতো; **অন্যতঃ**—পূর্ব কর্মের ফল; **সুখম্**—ইন্দ্রিয় সুখ; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **গভীর**—সূক্ষ্ম; **রংহসা**—প্রগতি।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড়-সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।

তাৎপর্য

সর্বত্রই বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ যত বেশি সম্ভব ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করার চেষ্টা করে। কোন কোন মানুষ ব্যবসা করে, চাকরি করে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে, রাজনৈতিক পদ লাভ করে ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ করার চেষ্টা করছে, আর কেউ পুণ্য কর্ম করে পরবর্তী জীবনে উচ্চতর লোকে গিয়ে সুখভোগ করার চেষ্টা করছে। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা সোমরস পান করে

কল্পনাতীত সুখ উপভোগ করেন, আর অনেক দান করার ফলে পিতৃলোকে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে এই জীবনে অথবা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। পুণ্য কর্ম করার ফলে মানুষ উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ এই রকম পুণ্য কর্ম না করেই যান্ত্রিক উপায়ে চন্দ্র আদি উচ্চতর লোকে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব হবে না। পরমেশ্বর ভগবানের আইন অনুসারে জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্র নির্দেশিত সৎ কর্মের প্রভাবেই কেবল উচ্চ কুলে জন্ম হয়, ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং দৈহিক সৌন্দর্য লাভ হয়। এই জীবনেও কেউ যখন ভাল কাজ করে, তখন সে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয় অথবা ধন-সম্পদ লাভ করে। তেমনই, আমরা আমাদের সৎ কর্মের প্রভাবে পরবর্তী জীবনে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা লাভ করতে পারি। তা না হলে, একই স্থানে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে দু'জন মানুষ ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হত না। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক স্থিতি অনিত্য। সর্বোচ্চ স্তরের ব্রহ্মলোকের স্থিতি অথবা সর্বনিম্ন পাতাললোকের স্থিতি আমাদের কর্ম অনুসারে পরিবর্তন হয়। দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের কখনই এই সব অনিত্য স্থিতির দ্বারা প্রলোভিত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দময় ভগবদ্ধামে নিত্য জীবন লাভ করা, যেখান থেকে এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জড় জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। দুঃখ এবং মিশ্র সুখ হচ্ছে জড় জীবনের দুটি বৈশিষ্ট্য এবং তা ব্রহ্মলোক ও অন্য সমস্ত লোকে একইভাবে লাভ হয়। স্বর্গের দেবতাদেরও তা লাভ হয়, আবার কুকুর-শূকরদের জীবনেও তা লাভ হয়। দুঃখ এবং মিশ্র সুখ কেবল অনুভূতির পার্থক্য মাত্র, কিন্তু এই জগতে কেউই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির নিত্য দুঃখ থেকে মুক্ত নয়। তেমনই, সকলের আবার বরাদ্দ অনুসারে সুখও লাভ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেশি বা কম সুখ লাভ করা যায় না। তা লাভ হলেও আবার চলে যায়। তাই এই অনিত্য বস্তু লাভের জন্য সময়ের অপচয় করা উচিত নয়, কেবলমাত্র ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেইটিই প্রতিটি মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শ্লোক ১৯

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্‌।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **বৈ**—অবশ্যই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **জাতু**—যে কোন সময়; **কথঞ্চন**—কোন না কোনভাবে; **আব্রজেৎ**—ভোগ করে না; **মুকুন্দ-সেবী**—

ভগবানের ভক্ত; **অন্যবৎ**—অন্যদের মতো; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **সংসৃতিম্**—জড় অস্তিত্ব; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **উপগূহনম্**—আলিঙ্গন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিহাতুম্**—পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক; **ইচ্ছেৎ**—বাসনা করে; **ন**—না; **রসগ্রহঃ**—যিনি রস আস্বাদন করেছেন; **জনঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো (সকাম কর্মী ইত্যাদি) সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না, কেন না, যে মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত, কেন না তিনি হচ্ছেন রসগ্রহ, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মাধুর্য আস্বাদন করেছেন। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সর্বদাই পতনোন্মুখ সকাম কর্মীদের মতো ভক্তদেরও অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তার পতন হলেও ভক্তকে কখনই অধঃপতিত কর্মীর মতো বলে মনে করা উচিত নয়। কর্মী তার কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু ভক্তকে ভগবান নিজে দণ্ড দান করে সংশোধন করেন। একটি অনাথের দুঃখ এবং রাজার প্রিয় পুত্রের দুঃখ এক নয়। অনাথ যথার্থই দুর্দশাগ্রস্ত, কেন না তাকে দেখবার কেউ নেই; কিন্তু কোন ধনী মানুষের প্রিয় পুত্রকে আপাত দৃষ্টিতে অনাথের মতো মনে হলেও সে সর্বদাই তার পিতার পর্যবেক্ষণে রয়েছে। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্ত কখনও কখনও সকাম কর্মীদের অনুকরণ করতে পারেন। সকাম কর্মীরা জড় জগতকে ভোগ করতে চায়। তেমনই, কনিষ্ঠ ভক্তও অজ্ঞানতাবশত ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। এই ধরনের অনভিজ্ঞ ভক্তদের ভগবান কখনও কখনও বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে ফেলেন। তাঁর বিশেষ কৃপাস্বরূপ তিনি তাদের সমস্ত জড় সম্পদ অপহরণ করে নিতে পারেন। তার ফলে সেই বিভ্রান্ত ভক্তকে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করে এবং তখন তিনি ভগবানের কৃপায় পুনরায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের অকৃতকার্য ভক্তরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ পান। তবে এই ধরনের অবস্থায় স্থিত ভক্তরা, ভগবান যাঁদের নিজে দণ্ডদান করে আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ফেলেছেন, তাঁদের মতো সৌভাগ্যসম্পন্ন নন। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাঁরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণকারী ভক্তদের থেকে অনেক বেশি ভাগ্যবান।

উচ্চকুলে জন্মলাভ করেছেন যে সমস্ত ভক্ত, তাঁরা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত অত্যন্ত অসহায় অবস্থার পতিত হয়েছেন তাঁরা অধিক ভাগ্যবান। কেন না তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় প্রভাবে অচিরেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যান।

ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তির দিব্য আস্বাদন এতই মধুর যে তা আস্বাদন করার ফলে ভক্ত আপনা থেকেই জড় সুখের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতির লক্ষণ। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করেন এবং তিনি কখনও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলে যান না। এমন কি তাঁকে যদি ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য দানও করা হয় তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ২০

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২০ ॥

ইদম্—এই ; **হি**—সমস্ত ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **ইব**—প্রায় এক রকম ; **ইতরঃ**—ভিন্ন ; **যতঃ**—যার থেকে ; **জগৎ**—জগৎ ; **স্থান**—বিদ্যমান ; **নিরোধ**—বিনাশ ; **সম্ভবাঃ**—সৃষ্টি ; **তৎ হি**—সব কিছু সম্বন্ধে ; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে ; **বেদ**—জানে ; **ভবান্**—মহৎ আশয়সম্পন্ন তুমি ; **তথাপি**—তথাপি ; **তে**—তোমাকে ; **প্রাদেশ-মাত্রম্**—কেবল সংক্ষিপ্তসার ; **ভবতঃ**—তোমাকে ; **প্রদর্শিতম্**—বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান, এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বলেছি।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুকুন্দ বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়েই। অব্যক্ত জগৎও মুকুন্দ, কেন না তা মুকুন্দের শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, একটি বৃক্ষ হচ্ছে একটি পূর্ণ সত্তা, কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা এবং পাতাগুলি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ। বৃক্ষের পাতা এবং

শাখা-প্রশাখাগুলিও বৃক্ষ ; কিন্তু পূর্ণ বৃক্ষটি পাতা নয় অথবা শাখা-প্রশাখা নয় ; বেদে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যেহেতু সব কিছুই পরম ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সবই ব্রহ্ম। তেমনই, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পাগুলিকে দেহ বলা হয়, কিন্তু পূর্ণ দেহটি হাত অথবা পা নয়। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, এবং তাই ভগবানের সৃষ্টিও আংশিকভাবে নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সুন্দর বলে মনে হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীবেরা তাই এই জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা এই জগতটিকেই সব কিছু বলে মনে করে, কেন না তাদের সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তারা এও জানে না যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি যখন দেহের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন আর সেগুলি দেহের সঙ্গে যুক্ত হাত অথবা পায়ের মতো থাকে না। তেমনই, ভগবদ্বিহীন সভ্যতা, যা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা ঠিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত পায়ের মতো। সেই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেখতে অনেকটা হাত অথবা পায়ের মতো হলেও তা দিয়ে কোন কাজ হয় না। ভগবদ্ভক্ত শ্রীল ব্যাসদেব সে কথা খুব ভালভাবেই জানতেন। শ্রীল নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে, যাতে মায়াবদ্ধ জীবেরা সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে।

বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবে পূর্ণশক্তিমান, এবং তাই তাঁর পরা-শক্তি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁরই মতো। চিৎ এবং জড় এই উভয় জগৎ এবং তাদের আভ্যন্তরীণ বস্তুগুলি হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তুলনামূলকভাবে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি উৎকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট শক্তি হচ্ছে চেতন সত্তা, এবং তাই তা পূর্ণভাবে অভিন্ন ; কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি জড় হওয়ার ফলে আংশিকভাবে অভিন্ন। কিন্তু এ দুটি শক্তিই ভগবানের সমান অথবা ভগবানের থেকে মহৎ নয়, কেন না ভগবান হচ্ছেন এই শক্তিগুলির অধীশ্বর বা শক্তিমান। এই শক্তিগুলি সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি ; বিদ্যুৎ-শক্তি যতই শক্তিশালী হোক্ না কেন, তা সর্বদাই ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীব হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সম্ভূত। তাই জীবও ভগবানের মতো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জীব ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের থেকে বড় হতে পারে না। ভগবান এবং সমস্ত জীবের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে। জড়া শক্তির সাহায্যে জীবও সৃষ্টি করছে, কিন্তু তাদের সৃষ্টি কখনই ভগবানের সৃষ্টির সমান অথবা তার থেকে মহৎ হতে পারে না। মানুষ একটি ছোট স্পুটনিক তৈরি করে মহাশূন্যে তা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে ভগবানের মতো এই পৃথিবী অথবা চন্দ্রের সমান গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে মহাশূন্যে তা ভাসিয়ে

রাখতে পারে। তারা কখনই ভগবানের সমকক্ষ নয়। সেটা কখনই সম্ভব নয়। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ভগবানের গুণাবলীর একটি বৃহৎ অংশ লাভ করতে পারে (প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ), কিন্তু সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না বা তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। বিকৃত অবস্থাতেই কেবল মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সমকক্ষ হতে চায় ও তার ফলে মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হয়। তাই বিপথগামী জীবদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। সে জন্যই ভগবান তাদের সৃষ্টি করেছেন। তা না হলে এই জগতে কখনই শান্তি আসতে পারে না। শ্রীল নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* সেই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হও। সেটিই হচ্ছে যথার্থ মানুষের প্রকৃত কর্তব্য।

শ্লোক ২১

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্যমোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় ত-
ন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥

ত্বম্—তুমি; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অবেহি**—সন্ধান কর; **অমোঘ-দৃক্**—পূর্ণদ্রষ্টা; **পরস্য**—পরম-তত্ত্বের; **পুংসঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরমাত্মনঃ**—পরমাত্মার; **কলাম্**—অংশ; **অজম্**—জন্মরহিত; **প্রজাতম্**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **জগতঃ**—জগতের; **শিবায়**—মঙ্গলের জন্য; **তৎ**—তা; **মহানুভাব**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অভ্যুদয়ঃ**—লীলাসমূহ; **অধিগণ্যতাম্**—সব চাইতে উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর।

অনুবাদ

তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি আত্মার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা-অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার। এই জড় জগতের অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই ধরাধামে অবতরণ করেছেন। অধঃপতিত জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানকে

ভুলে গেছে এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাঁর নিত্য সেবক। তাই বদ্ধ জীবদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সুসংবদ্ধভাবে ক্রমপর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে, এবং প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ উপযোগিতা গ্রহণ করে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল নারদ মুনি যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীল ব্যাসদেবের গুরুদেব, তবুও শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেবের উপর নির্ভরশীল নন, কেন না মূলত তিনি হচ্ছেন সকলের গুরু। কিন্তু যেহেতু তিনি এখানে আচার্যের কার্য সম্পাদন করছেন, তাই তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে সকলকেই গুরু গ্রহণ করতে হয়, এমন কি স্বয়ং ভগবান হলেও। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবানের সমস্ত অবতারেরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও গুরু গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি পরিচালিত করার জন্য তিনি স্বয়ং ব্যাসদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২২

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২২ ॥

ইদম্—এই; **হি**—অবশ্যই; **পুংসঃ**—সকলের; **তপসঃ**—তপস্যার প্রভাবে; **শ্রুতস্য**—বেদ অনুশীলনের মাধ্যমে; **বা**—অথবা; **স্বিষ্টস্য**—যজ্ঞ; **সূক্তস্য**—পারমার্থিক শিক্ষা; **চ**—এবং; **বুদ্ধি**—জ্ঞানানুশীলন; **দত্তয়োঃ**—দান; **অবিচ্যুতঃ**—অবিচ্যুত; **অর্থঃ**—লাভ; **কবিভিঃ**—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা; **নিরূপিতঃ**—নিরূপণ করা হয়েছে; **যৎ**—যা; **উত্তমশ্লোক**—উত্তম শ্লোকের দ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা হয়, সেই ভগবান; **গুণ-অনুবর্ণনম্**—অপ্রাকৃত গুণের বর্ণনা।

অনুবাদ

তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা।

তাৎপর্য

মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রগতি সাধন করার জন্য। এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে মানব সমাজ জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। জীবনের এই পূর্ণতার চরম অবস্থা হচ্ছে

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করা। তাই শ্রুতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যাঁরা যথাযথভাবে অতি উন্নত জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সেবার আকাঙ্ক্ষী হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষ বিষ্ণুমায়ার বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়েছে তারা বুঝতে পারে না যে আত্মোপলব্ধির পূর্ণতা নির্ভর করে বিষ্ণুকে উপলব্ধি করার উপর। 'বিষ্ণুমায়া' কথাটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, যা অনিত্য এবং ক্লেশদায়ক। যারা বিষ্ণুমায়ার দ্বারা আবদ্ধ, তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে তাদের উন্নত জ্ঞানকে ব্যবহার করে। শ্রীনারদ মুনি বিশ্লেষণ করেছেন যে এই বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তিসম্ভূত, কেন না অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, কার্য এবং কারণের দ্বারা ভগবান এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং সক্রিয় করেছেন। এই পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর শক্তিতে আশ্রয় করে বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর সব কিছুই তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাবে। তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান সর্বদাই তাদের থেকে ভিন্ন।

যখন জ্ঞানের প্রগতি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তা পরমতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, যশ, মহিমা ইত্যাদি সবই তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই সমস্ত মুনি-ঋষি এবং ভগবদ্ভক্তেরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, মনস্তত্ত্ব আদি জ্ঞানের সমস্ত শাখাগুলি সর্বতোভাবে যেন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। শিল্পকলা, সাহিত্য, কবিতা, চিত্র ইত্যাদি সব কিছুই ভগবানের মহিমা প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। সাহিত্যিক, কবি এবং বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সাধারণত কামোদ্দীপক বিষয় নিয়েই লেখালেখি করেন। কিন্তু তাঁরা যদি ভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখ হন, তা হলে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন। বাল্মীকি ছিলেন একজন মহান কবি, তেমনই ব্যাসদেব ছিলেন একজন মহান লেখক, এবং তাঁরা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্রতী হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন। তেমনই, বিজ্ঞান এবং দর্শনও ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা উচিত। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের জন্য মনোধর্মপ্রসূত শুষ্ক মতবাদ সৃষ্টি করে কোন লাভ হয় না। ভগবানের মহিমা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই দর্শন এবং বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা উচিত। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে জানার জন্য উৎসুক হতে দেখা যায়, তাই মহান বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা। তেমনই, দার্শনিক মতবাদগুলি পরম-তত্ত্বকে সবিশেষ এবং সর্বশক্তিমানরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। এইভাবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলিও সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই

নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। 'জ্ঞান' যদি ভগবানের সেবায় নিয়োগ না করা হয়, তা হলে তা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রগতিশীল জ্ঞানের যথার্থ উপযোগিতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা এবং সেটিই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কার্যকলাপ যখন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন তা সবই হচ্ছে যথার্থ হরিকীর্তন বা ভগবানের মহিমা কীর্তন।

শ্লোক ২৩

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাস্তু কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বকল্পে; **অতীত-ভবে**—পূর্বজন্মে; **অভবম্**—হয়েছিলাম; **মুনে**—মুনির; **দাস্যাঃ**—দাসীর; **তু**—কিন্তু; **কস্যাশ্চন**—কোন; **বেদ-বাদিনাম্**—বেদজ্ঞ ঋষিদের; **নিরূপিতঃ**—নিযুক্ত; **বালকঃ**—বালক সেবক; **এব**—কেবল; **যোগিনাম্**—ভক্তদের; **শুশ্রূষণে**—সেবায়; **প্রাবৃষি**—বর্ষকালের চারটি মাসে; **নির্বিবিক্ষতাম্**—একত্রে বসবাস করছিলেন।

অনুবাদ

হে মুনিবর, পূর্বকল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রভাবে পবিত্রীভূত এক দিব্য পরিবেশের অদ্ভুত গুণাবলীর কথা শ্রীনারদ মুনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন দাসীপুত্র। তিনি যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করেননি। কিন্তু তবুও যেহেতু তাঁর সমস্ত শক্তিই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল, তাই তিনি এক দেবর্ষিতে পরিণত হয়েছিলেন। এমনই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রভাব। জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যথাযথভাবে যুক্ত হওয়া। তা যখন করা হয় না, তখনকার সেই অবস্থাকে বলা হয় 'মায়া'। তাই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের পরিবর্তে সমস্ত শক্তি যখন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, মায়ার মোহাচ্ছন্ন প্রভাব তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়ে যায়। শ্রীল নারদ মুনির পূর্বজন্মের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভগবানের সেবা শুরু হয় ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে। ভগবান বলেছেন যে, সরাসরিভাবে তাঁর সেবা করার থেকে

তাঁর সেবকের সেবা করা শ্রেয়। ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের সেবার থেকেও অধিক মহিমামণ্ডিত। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের একজন যথার্থ সেবকের সন্ধান লাভ করা এবং ভগবানের এই রকম সেবককে পরমারাধ্য গুরুরূপে বরণ করে তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়া। এই রকম সদ্‌গুরু হচ্ছেন ভগবানকে দর্শন করার স্বচ্ছ মাধ্যম। তিনি সব রকমের জড় প্রভাব থেকে মুক্ত। এইভাবে সদ্‌গুরুর সেবা করা হলে, সেই সেবার অনুপাত অনুসারে ভগবান নিজেকে সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। সমস্ত শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োগ করাই হচ্ছে মুক্তি লাভের যথার্থ উপায়। সদ্‌গুরুর পরিচালনায় জীব যখন ভগবানের প্রতি সেবাপরায়ণ হয়, তখন সমস্ত জড় জগৎ তার কাছে ভগবানেরই মতো চিন্ময় হয়ে ওঠে। সুদক্ষ সদ্‌গুরু ভগবানের মহিমা প্রচারে সব কিছুকে ব্যবহার করার কৌশল জানেন এবং তাই ভগবানের সেবকের অপ্রাকৃত করুণার প্রভাবে সমস্ত জগৎ ভগবদ্ধামে পরিণত হতে পারে।

শ্লোক ২৪

তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি ॥ ২৪ ॥

তে—তাঁরা; **ময়ি**—আমাকে; **অপেত**—অনুষ্ঠান না করে; **অখিল**—সব রকমের; **চাপলে**—চাপল্য; **অর্ভকে**—একটি বালককে; **দান্তে**—সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে; **অধৃত-ক্রীড়নকে**—খেলাধুলা সম্বন্ধে উদাসীন; **অনুবর্তিনি**—বাধ্য; **চক্রুঃ**—অর্পণ করেছিলেন; **কৃপাম্**—অহৈতুকী করুণা; **যদ্যপি**—যদিও; **তুল্য-দর্শনাঃ**—সমদর্শী; **শুশ্রূষমাণে**—বিশ্বস্তজনকে; **মুনয়ঃ**—বেদজ্ঞ মুনিগণ; **অল্প-ভাষিণি**—মিতভাষী।

অনুবাদ

যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, "*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।*" অর্থাৎ, সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বেদের

বিষয়বস্তু কেবল তিনটি। যথা—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা, সেই সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করা এবং তার ফলে পরম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তবাদী বলতে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদেরই বোঝায়। এই ধরনের বেদান্তবাদী বা ভক্তিবেদান্ত ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত জ্ঞান বিতরণে সর্বদাই সমদর্শী। তাঁদের কাছে কেউই শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়; তাঁদের কাছে কেউই শিক্ষিত নয় অথবা অশিক্ষিত নয়। ভক্তিবেদান্তদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ মিথ্যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করছে। তাঁরা তাই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষদের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বাণী শোনান। এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সব চাইতে আত্মবিস্মৃত জীবও পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং এইভাবে ভক্তিবেদান্তদের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হয়। তাই সেই বেদান্তবাদীরা সেই বালকটিকে সংযত-চিত্ত এবং শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জীবনে দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু দীক্ষার পূর্বে সেই বালকটি সংযতচিত্ত হয়েছিল, যা পারমার্থিক জীবনের প্রগতি লাভের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্মে, যা হচ্ছে যথার্থ মানব জীবনের শুরু, পাঁচ বছর বয়স হলে পরে বালককে ব্রহ্মচারীরূপে গুরুদেবের আশ্রমে পাঠানো হত। সেখানে এই সমস্ত বিষয় সুসংবদ্ধভাবে বালকদের শেখানো হত—তা সে রাজারই পুত্র হোক অথবা সাধারণ মানুষের পুত্র হোক। সেই শিক্ষাব্যবস্থা কেবল সৎ নাগরিক তৈরি করার জন্যই ছিল না, তার যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল বালকদের ভবিষ্যৎ জীবনে পারমার্থিক পথে উপযুক্ত করে তোলা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অসংযত জীবন বর্ণাশ্রম প্রথা অনুশীলনকারী শিশুদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই যুগে এমন কি গর্ভ-সঞ্চার করবার পূর্বেই আগামী দিনের শিশুর হৃদয়ে পারমার্থিক ভাবধারা সঞ্চার করা হত। জড় জগতের বন্ধন থেকে সন্তানের মুক্তির দায়িত্ব পিতা এবং মাতা উভয়েই গ্রহণ করতেন। সেটিই হচ্ছে যথার্থ পরিবার-পরিকল্পনা। সম্পূর্ণভাবে সার্থক সন্তান উৎপাদন করাই হচ্ছে পরিবার-পরিকল্পনা। আত্ম-সংযত না হলে, সুনিয়ন্ত্রিত না হলে এবং সম্পূর্ণরূপে বাধ্য না হলে কেউই সদ্গুরুর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারে না, এবং তা না করলে কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে না।

শ্লোক ২৫

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥

উচ্ছিষ্ট-লেপান্—উচ্ছিষ্ট আহার সামগ্রী; **অনুমোদিতঃ**—অনুমতি লাভ করে; **দ্বিজৈঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **সকৃৎ**—কোন এক সময়ে; **স্ম**—অতীতে; **ভুঞ্জে**—গ্রহণ করেছিলাম; **তৎ**—সেই আচরণের দ্বারা; **অপাস্ত**—মোচন হয়েছিল; **কিল্বিষঃ**—সব রকমের পাপ; **এবম্**—এইভাবে; **প্রবৃত্তস্য**—প্রবৃত্ত হয়ে; **বিশুদ্ধ-চেতসঃ**—বিশুদ্ধচেতা; **তৎ**—সেই বিশেষ; **ধর্মঃ**—প্রকৃতি; **এব**—অবশ্যই; **আত্ম-রুচিঃ**—চিন্ময় আকর্ষণ; **প্রজায়তে**—প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদ

একবার কেবল অনুমতি গ্রহণপূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম, এবং তার ফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।

তাৎপর্য

শুদ্ধ-ভক্তি অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, তবে তা শুভ অর্থে সংক্রামক ব্যাধির মতো। শুদ্ধ ভক্ত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পবিত্র, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে সে রকমভাবে পবিত্র হচ্ছে, ততক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। যে সমস্ত ভক্তিবেদান্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত, এবং সেই বালকটি তাঁদের সঙ্গ-প্রভাবে ও একবার মাত্র তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করার ফলে তাঁদের পবিত্র গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শুদ্ধ ভক্তদের এই ধরনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ এমন কি অনেক সময় তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা যেতে পারে। কখনও কখনও কিছু নকল ভক্তও দেখা যায়, এবং তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির জগতে প্রবেশ করার পথে নানা রকম প্রতিবন্ধক রয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে সব রকম বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে কনিষ্ঠ ভক্ত শুদ্ধ ভক্তের দিব্য গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হন, যার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, যশ, লীলা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলীর দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকার আস্বাদন লাভ করা। এই অপ্রাকৃত স্বাদ লাভ করার ফলে সব রকমের জড় বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। তাই শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম জড় কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হলে অথবা ভগবদ্ভক্তির পথে সব রকমের প্রতিবন্ধকগুলি দূর হলে ভক্ত পারমার্থিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভগবদ্ভক্তির প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করেন, ভগবদ্ভক্তির প্রতি রুচি আসে, ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত ভাব অনুভব করেন এবং চরমে প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এই সমস্ত গুণগুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয় এবং সেটিই হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ২৬

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে ; **অনু**—প্রতিদিন ; **অহম্**—আমি ; **কৃষ্ণ-কথাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা ; **প্রগায়তাম্**—বর্ণনা করে ; **অনুগ্রহেণ**—অহৈতুকী করুণার দ্বারা ; **অশৃণবম্**—শ্রবণ করে ; **মনঃ-হরাঃ**—মনোহর ; **তাঃ**—তাঁরা ; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে ; **মে**—আমাকে ; **অনুপদম্**—প্রতি পদক্ষেপে ; **বিশৃণ্বতঃ**—বিশেষ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে ; **প্রিয়শ্রবসি**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **অঙ্গ**—হে ব্যাসদেব ; **মম**—আমার ; **অভবৎ**—হয়েছিল ; **রুচিঃ**—রুচি।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপই কেবল আকর্ষণীয় নয়। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপও পরম আকর্ষণীয়। তার কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, মহিমা, লীলা, পার্ষদ, পরিকর ইত্যাদি সবই অপ্রাকৃত। তিনি তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো রূপ পরিগ্রহ করে তিনি তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে জড় কার্যকলাপে লিপ্ত বিভিন্ন মানুষের কার্যকলাপ ও ইতিহাস শুনতে ভালবাসে, কিন্তু সে জানে না যে তার ফলে কেবল তার মূল্যবান সময়েরই অপচয় হয়, এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে সময়ের অপচয় না করে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে পারমার্থিক সাফল্য লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ হয়, এবং পূর্বে যে কথা বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে জড় বিষয়ে আসক্ত মানুষের হৃদয়ে সঞ্চিত সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। এইভাবে সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে শ্রোতা ধীরে ধীরে জড়

জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মুক্ত হন এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা তা বিশ্লেষণ করেছেন ; অর্থাৎ কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায়। নারদ মুনি অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত জ্ঞান এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন, এবং তিনি জড় ও চিন্ময় জগতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। যথাযথ সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক যেমন শ্রীনারদ মুনি তাঁর পূর্বজন্মে শুদ্ধ ভক্তদের (ভক্তিবেদান্তদের) কাছ থেকে তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার পন্থা কলহের যুগ এই কলিযুগে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎসদসৎস্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—তার ফলে ; **তদা**—সেই সময়ে ; **লব্ধ**—লাভ হয়েছিল ; **রুচেঃ**—রুচি ; **মহামতে**—হে মহর্ষি ; **প্রিয়শ্রবসি**—ভগবানের প্রতি ; **অস্খলিতা মতিঃ**—অপ্রতিহতা মতি ; **মম**—আমার ; **যয়া**—যার দ্বারা ; **অহম্**—আমি ; **এতৎ**—এই সমস্ত ; **সৎ-অসৎ**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল ; **স্ব-মায়য়া**—স্বীয় অজ্ঞান ; **পশ্যে**—দৃষ্ট হয়েছিল ; **ময়ি**—আমার মধ্যে ; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্ম ; **কল্পিতম্**—কল্পিত ; **পরে**—প্রপঞ্চাতীত।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত।

তাৎপর্য

জড় জীবনের অজ্ঞানতাকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আলোক থাকলে সেখানে আর অন্ধকার থাকতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত সঙ্গ, কেন না ভগবান এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা অভিন্ন। পরম আলোকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকমের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত

হওয়া। অজ্ঞানতার ফলেই বদ্ধ জীব ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে এবং ভগবান উভয়েই এই জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়েই অপ্রাকৃত এবং প্রকৃতিতে তাদের করণীয় কিছুই নেই। অজ্ঞান যখন দূর হয় এবং যখন পূর্ণরূপে জানা যায় যে পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তখন অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয়। যেহেতু স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শরীরই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে প্রকাশিত, তাই জ্ঞানের আলোক সেই উভয় শরীরকেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা স্থূল শরীরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে (যেমন ভগবানের জন্য জল আনা, মন্দির পরিষ্কার করা অথবা প্রণতি নিবেদন করা)। অর্চন পদ্ধতির দ্বারা অথবা মন্দিরে ভগবানের পূজার দ্বারা স্থূল শরীর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। তেমনই, সূক্ষ্ম মনকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ, স্মরণ, তাঁর নাম উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপগুলি প্রপঞ্চাতীত। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা যায় না। পারমার্থিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই উপলব্ধি তখনই সম্ভব হয়, যখন বহু বছর ধরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার শিক্ষালাভ করে ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ লাভ হয়, যা নারদ মুনির ক্ষেত্রে হয়েছিল—ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেহনুসবংযশোহমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ২৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **শরৎ**—শরৎকাল; **প্রাবৃষিকৌ**—বর্ষাকাল; **ঋতূ**—ঋতুদ্বয়; **হরেঃ**—ভগবানের; **বিশৃণ্বতঃ**—ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করে; **মে**—আমি স্বয়ং; **অনুসবম্**—নিরন্তর; **যশঃ-অমলম্**—অমল কীর্তি; **সংকীর্ত্য-মানম্**—কীর্তন করেন; **মুনিভিঃ**—মহান মুনি-ঋষিরা; **মহাত্মভিঃ**—মহাত্মারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রবৃত্তা**—প্রবৃত্তি; **আত্ম**—জীব; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **অপহা**—অপগত হয়ে যায়।

অনুবাদ

এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ—এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিটি জীবেরই রয়েছে। সকলের মধ্যেই সেই প্রবণতাটি সুপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সঙ্গ-প্রভাবে অনাদিকাল ধরে তা রজ এবং তমোগুণের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় অথবা তাঁর মহদাশয় ভক্তের কৃপায় যদি জীব ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং ভগবানের অমল মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলে অবশ্যই নদীর স্রোতের মতো ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হতে শুরু করে। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হওয়া পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিও চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির এই প্রবাহ রোধ করা যায় না। পক্ষান্তরে, তা অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির প্রবাহ এতই শক্তিশালী যে তার দর্শনের ফলেও রজ এবং তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতির এই দুটি গুণের প্রভাব বিদূরিত হয় এবং জীব তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শ্লোক ২৯

তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ ॥ ২৯ ॥

তস্য—তার ; **এবম্**—এইভাবে ; **মে**—আমার ; **অনুরক্তস্য**—তাঁদের প্রতি অনুরক্ত ; **প্রশ্রিতস্য**—বিনীতভাবে ; **হত**—মুক্ত ; **এনসঃ**—পাপসমূহ ; **শ্রদ্দধানস্য**—শ্রদ্ধাসম্পন্ন ; **বালস্য**—বালকের ; **দান্তস্য**—সংযত ইন্দ্রিয় ; **অনুচরস্য**—কঠোরভাবে নির্দেশাদি মেনে চলা ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম, এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম।

তাৎপর্য

নির্মল শুদ্ধ-ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থীর সেগুলিই হচ্ছে যোগ্যতা। এই ধরনের ভক্তের সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ অন্বেষণ করা উচিত। কখনই কপট ভক্তের দ্বারা বিপথগামী হওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ-ভক্তির অভিলাষী জনকে অবশ্যই

সরল এবং বিনম্র চিত্তে এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে নিবেদিত আত্মা। তিনি জানেন যে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই হচ্ছেন তাঁর সেবক। অসৎ সঙ্গ-প্রভাবে সঞ্চিত পাপ কেবল শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই মোচন হয়; কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শুদ্ধ ভক্তের সেবা করা এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর সমস্ত নির্দেশগুলি পালন করা; এইগুলি হচ্ছে এই জীবনেই সাফল্য লাভে বদ্ধপরিকর ভক্তের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্লোক ৩০

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎসাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **গুহ্যতমম্**—সব চাইতে গোপনীয়; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবতা উদিতম্**—স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত; **অন্ববোচন্**—উপদেশ প্রদান করেছিলেন; **গমিষ্যন্তঃ**—চলে যাওয়ার সময়; **কৃপয়া**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **দীন-বৎসলাঃ**—দীনবৎসল।

অনুবাদ

দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, শুদ্ধ বৈদান্তিক বা ভক্তিবেদান্ত তাঁর অনুগামীদের সেই উপদেশ দান করে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়ে গেছেন কেবল তাঁকেই অনুসরণ করার জন্য। ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে বিরাজমান এবং এক সময় তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তখন তিনি তাঁর নিত্য ধামে তাঁর পরিকর সহ বিরাজ করবেন। সৃষ্টির পূর্বে তিনি তাঁর নিত্য ধামে ছিলেন সৃষ্টির পরেও তিনি থাকবেন। তাই তিনি কোন সৃষ্ট জীবের মতো নন। তিনি প্রপঞ্চাতীত। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, অর্জুনকে সেই উপদেশ দেওয়ার বহু পূর্বে তিনি সেই উপদেশ সূর্যদেবকে দান করেছিলেন, এবং কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং সেই জ্ঞান নষ্ট হওয়ার ফলে তিনি আবার সেই উপদেশ অর্জুনকে দিচ্ছেন, কেন না তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত ভক্ত ও বন্ধু। তাই, ভগবানের উপদেশ কেবল ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং অন্য কেউ তা পারে না। নির্বিশেষবাদীরা, যাদের পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপ

জানতে পারি না। অধিকন্তু, তিনি হচ্ছেন *অখিলাত্মা,* সব কিছুরই সক্রিয় হওয়ার মূলতত্ত্ব। এমন কি জড় অস্ত্রেরও। যারা ভগবানের উপস্থিতি বুঝতে পারে না, তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। তারা মনে করতে পারে যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের তারা হত্যা করতে পারে, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাদের সঙ্গে কিভাবে বোঝাপড়া করতে হয় তা ভগবান জানেন।

শ্লোক ৪২

প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ ।
চকার তদ্বধোপায়ান্নির্বন্ধেন যুধিষ্ঠির ॥ ৪২ ॥

প্রয়াসে—তার প্রচেষ্টা যখন; **অপহতে**—ব্যর্থ হয়েছিল; **তস্মিন্**—সেই; **দৈত্য-ইন্দ্রঃ**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু; **পরিশঙ্কিতঃ**—অত্যন্ত ভীত হয়ে (বালকটিকে কে রক্ষা করছে সেই কথা ভেবে); **চকার**—করেছিল; **তৎ-বধ-উপায়ান্**—তাঁকে হত্যা করার অন্যান্য বিবিধ উপায়; **নির্বন্ধেন**—দৃঢ়সংকল্প সহকারে; **যুধিষ্ঠির**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে দৈত্যদের সমস্ত প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৪৩-৪৪

দিগ্গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি ।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্ ।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ৪৪ ॥

দিক্-গজৈঃ—যে সমস্ত বিশালকায় হস্তীদের তাদের পায়ের নিচে সব কিছু দলিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের দ্বারা; **দন্দ-শূক-ইন্দ্রৈঃ**—বিশালকায় বিষাক্ত সর্পের

দংশনের দ্বারা; **অভিচার**—ধ্বংসকারী যাদুবিদ্যার দ্বারা; **অবপাতনৈঃ**—পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতনের দ্বারা; **মায়াভিঃ**—মায়ার দ্বারা; **সন্নিরোধৈঃ**—অবরুদ্ধ করার দ্বারা; **চ**—এবং; **গরদানৈঃ**—বিষ প্রদানের দ্বারা; **অভোজনৈঃ**—উপবাসের দ্বারা; **হিম**—হিম; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **সলিলৈঃ**—এবং জলের দ্বারা; **পর্বত-আক্রমণৈঃ**—বিশাল পাথর এবং পর্বতের দ্বারা পেষণ করার দ্বারা; **অপি**—ও; **ন শশাক**—সক্ষম হয়নি; **যদা**—যখন; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **অপাপম্**—নিষ্পাপ; **অসুরঃ**—অসুর (হিরণ্যকশিপু); **সুতম্**—তার পুত্রকে; **চিন্তাম্**—উৎকণ্ঠা; **দীর্ঘতমাম্**—দীর্ঘকাল; **প্রাপ্তঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তৎ-কর্তুম্**—তা করতে; **ন**—না; **অভ্যপদ্যত**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিশাল হস্তীর পায়ের নিচে ফেলে, বিশালকায় ভয়ঙ্কর সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ধ্বংসাত্মক যাদু প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, মায়াগর্তে নিরোধ করে, বিষ প্রদান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিশাল পাথরের নিচে তাঁকে পেষণ করেও বধ করতে পারেনি। হিরণ্যকশিপু যখন দেখল যে সে কোন মতেই নিষ্পাপ প্রহ্লাদের অনিষ্ট করতে পারছে না, তখন সে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল তারপর সে কি করবে।

শ্লোক ৪৫

এষ মে বহ্বসাধূক্তো বধোপায়াশ্চ নির্মিতাঃ ।
তৈস্তৈর্দ্রোহৈরসদ্ধর্মৈর্মুক্তঃ স্বেনৈব তেজসা ॥ ৪৫ ॥

এষঃ—এই; **মে**—আমার; **বহু**—বহু; **অসাধু-উক্তঃ**—তিরস্কার; **বধ-উপায়াঃ**—তাকে হত্যা করার বিবিধ উপায়; **চ**—এবং; **নির্মিতাঃ**—উদ্ভাবিত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **তৈঃ**—সেই সমস্ত; **দ্রোহৈঃ**—বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা; **অসৎ-ধর্মৈঃ**—ঘৃণ্য কর্মের দ্বারা; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **স্বেন**—তার নিজের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **তেজসা**—তেজের দ্বারা।

অনুবাদ

হিরণ্যকশিপু ভাবতে লাগল—আমি বালক প্রহ্লাদের প্রতি বহু কটুবাক্য প্রয়োগ করে তিরস্কার করেছি, এবং তাকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছি,

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি বধ করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে সে এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা এবং ঘৃণ্য কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার নিজের তেজের দ্বারাই নিজেকে রক্ষা করেছে।

শ্লোক ৪৬

বর্তমানোঽবিদূরে বৈ বালোঽপ্যজড়ধীরয়ম্ ।
ন বিস্মরতি মেঽনার্যং শুনঃশেপ ইব প্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥

বর্তমানঃ—স্থিত হয়ে; **অবিদূরে**—অধিক দূরে নয়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বালঃ**—নিতান্ত শিশু; **অপি**—যদিও; **অজড়ধীঃ**—সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **বিস্মরতি**—বিস্মৃত হয়; **মে**—আমার; **অনার্যম্**—দুর্ব্যবহার; **শুনঃ শেপঃ**—কুকুরের বাঁকা লেজ; **ইব**—ঠিক যেমন; **প্রভুঃ**—সমর্থ হয়ে।

অনুবাদ

যদিও সে আমার অতি নিকটে রয়েছে এবং সে একটি নিতান্ত শিশু, তবুও সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক। কুকুরের লেজ যেমন তার স্বাভাবিক বক্রত্ব পরিত্যাগ করে না, এও তেমন আমার অন্যায় আচরণ এবং তার প্রভু বিষ্ণুকে কখনই বিস্মৃত হবে না।

তাৎপর্য

শুনঃ শব্দটির অর্থ 'কুকুরের' এবং *শেপঃ* শব্দটির অর্থ 'লেজ'। এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। কুকুরের লেজকে সোজা করার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তা কখনই সোজা হয় না। *শুনঃ শেপঃ* কথাটি অজীগর্তের দ্বিতীয় পুত্রের নামকেও বোঝায়। তাকে হরিশ্চন্দ্রের কাছে বিক্রী করা হয়েছিল, কিন্তু পরে সে হরিশ্চন্দ্রের শত্রু বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কখনও তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেনি।

শ্লোক ৪৭

অপ্রমেয়ানুভাবোঽয়মকুতশ্চিদ্ভয়োঽমরঃ ।
নূনমেতদ্বিরোধেন মৃত্যুর্মে ভবিতা ন বা ॥ ৪৭ ॥

অপ্রমেয়—অসীম; **অনুভাবঃ**—মহিমা; **অয়ম্**—এই; **অকুতশ্চিৎ-ভয়ঃ**—কোন কিছু থেকেই এর ভয় হয় না; **অমরঃ**—অমর; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **এতৎ-বিরোধেন**—এর বিরোধিতা করার ফলে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **ভবিতা**—হতে পারে; **ন**—না; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

আমি দেখছি যে এই বালকের শক্তি অসীম, কারণ আমার কোন দণ্ডেই এর ভয় হয়নি। মনে হয় যেন সে অমর। তাই, তার প্রতি শত্রুতার ফলে আমার মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে।

শ্লোক ৪৮

ইতি তচ্চিন্তয়া কিঞ্চিন্‌ম্লানশ্রিয়মধোমুখম্ ।
শণ্ডামর্কাবৌশনসৌ বিবিক্ত ইতি হোচতুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **তৎ-চিন্তয়া**—প্রহ্লাদ মহারাজের স্থিতির ফলে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ম্লান**—হারিয়ে; **শ্রিয়ম্**—শরীরের কান্তি; **অধঃ-মুখম্**—নতমুখে; **শণ্ড-অমর্ক**—ষণ্ড এবং অমর্ক; **ঔশনসৌ**—শুক্রাচার্যের পুত্রদ্বয়; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **ইতি**—এইভাবে; **হঃ**—বস্তুতপক্ষে; **উচতুঃ**—বলেছিল।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে দৈত্যরাজ বিষণ্ণ এবং কান্তিহীন হয়ে, মুখ নিচু করে মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। তখন শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক তাকে গোপনে এই কথাগুলি বলেছিল।

শ্লোক ৪৯

জিতং ত্বয়ৈকেন জগত্রয়ং ভ্রুবো-
র্বিজৃম্ভণত্রস্তসমস্তধিষ্ণ্যপম্ ।
ন তস্য চিন্ত্যং তব নাথ চক্ষ্বহে
ন বৈ শিশূনাং গুণদোষয়োঃ পদম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্লোক ৩৪

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ক্রিয়া-যোগাঃ**—শাস্ত্র-বিহিত কর্ম; **সর্বে**—সব কিছু; **সংসৃতি**—জড় অস্তিত্ব; **হেতবঃ**—কারণসমূহ; **তে**—তা; **এব**—অবশ্যই; **আত্ম**—কর্মরূপী বৃক্ষ; **বিনাশায়**—বিনাশের জন্য; **কল্পন্তে**—সমর্থ হয়; **কল্পিতাঃ**—সমর্পিত; **পরে**—পরমেশ্বরকে।

অনুবাদ

মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

সকাম কর্ম, যা জীবকে নিরন্তর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তাকে *ভগবদ্গীতায়* একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; কেন না তার মূল অত্যন্ত গভীর। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মফল ভোগ করার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ জীবকে তার কর্ম অনুসারে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। সুখভোগের প্রবৃত্তিকে ভগবানের সেবা করার বাসনায় রূপান্তরিত করা যায়। তা করার ফলে মানুষের কর্ম কর্মযোগে পরিণত হয়, অর্থাৎ তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কর্ম করে সে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে পারে। এখানে 'আত্ম' কথাটি সব রকম সকাম কর্মকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ, সব রকমের সকাম কর্ম এবং অন্যান্য কর্মের ফল যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তার ফলে কর্মবন্ধনের বিনাশ হয়ে ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার বিকাশ হয়, যা কর্মরূপী সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটি কেবল ছেদনই করে না, উপরন্তু তা অনুষ্ঠানকারীকে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে যায়।

এর সারমর্ম হচ্ছে যে সর্বপ্রথমে মানুষকে সেই সব শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্য অনুসন্ধান করতে হবে, যাঁরা কেবল বেদান্তবিদই নন উপরন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত। সেই সাধুসঙ্গে, কনিষ্ঠ ভক্তকে অবশ্যই দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে হয়। এই সেবা-প্রবৃত্তির প্রভাবে মহাত্মারা তাদের প্রতি আরও কৃপা-পরবশ হয়ে তাঁদের কৃপাবর্ষণ করেন, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত হয়। তার ফলে ধীরে ধীরে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে গভীর আসক্তি জন্মায়, এবং তখন মানুষ তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম

দেহের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তারও ঊর্ধ্বে তার শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হতে পারে। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে শুদ্ধ-ভক্তির ক্রমবিকাশ হয় এবং অবশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার স্তর অতিক্রম করে পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত এই সমস্ত পুরুষোত্তম-যোগে অনুশীলনের প্রভাবে যে কোনও অবস্থায় অধিষ্ঠিত মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে এবং তখন তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সব রকম দিব্যগুণাবলী প্রকাশিত হয়। এমনই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গের চিন্ময় প্রভাব।

শ্লোক ৩৫

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥

যৎ—যা কিছু; **অত্র**—এই জীবনে বা জগতে; **ক্রিয়তে**—অনুষ্ঠান করা হয়; **কর্ম**—কর্ম; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পরিতোষণম্**—সন্তুষ্টির জন্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **যৎ-তৎ**—যা কিছু; **অধীনম্**—অধীন; **হি**—অবশ্যই; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগ; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত হয়।

অনুবাদ

এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা, এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সকাম কর্ম করার ফলে পরম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পারমার্থিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ কেউ মনে করে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে আরেক ধরনের কর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ কর্ম এবং জ্ঞানের অতীত। ভক্তিযোগ জ্ঞান অথবা কর্ম থেকে স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে, জ্ঞান এবং কর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের অধীন। এই ক্রিয়াযোগ অথবা কর্মযোগ, যে সম্বন্ধে শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তা বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কেন না তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভগবান চান না যে তাঁর সন্তানেরা অর্থাৎ জীবেরা জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করুক, তিনি চান যে তারা সকলেই যেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করে। কিন্তু ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মের প্রভাবে জীব ধীরে ধীরে

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা। তাই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত কর্মের অধীন। অন্যান্য জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ তা মুক্তি পর্যন্ত দান করতে পারে না, যা ইতিমধ্যে "*নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জিতম্*" শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভক্ত যখন অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, বিশেষ করে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে, তখন ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, যা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

কুর্বাণাঃ—সম্পাদন করার সময়ে ; **যত্র**—যখন ; **কর্মাণি**—কর্ম ; **ভগবৎ**— পরমেশ্বর ভগবান ; **শিক্ষয়া**—উপদেশের দ্বারা ; **অসকৃৎ**—বারংবার ; **গৃণন্তি**— কীর্তন করা ; **গুণ**—গুণাবলী ; **নামানি**—নামসমূহ ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের ; **অনুস্মরন্তি**— নিরন্তর স্মরণ করেন ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সুদক্ষ ভক্ত তাঁর জীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যে ইহ জীবনের জন্য অথবা পর জীবনের জন্য তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সময়ও তিনি নিরন্তর ভগবানের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন ঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানের জন্যই কর্ম করা এবং ভগবানকেই সব কিছুর মালিকরূপে অধিষ্ঠিত করা। বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবীর পূজার সময়ও পরম পূজ্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিগ্রহ 'শালগ্রাম-শিলা'র পূজা হয়। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা হলেও সেই পূজা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতি সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ধরনের বৈদিক কার্যকলাপ ছাড়াও, সাধারণ কার্যকলাপেও (যেমন আমাদের গৃহস্থালির কার্যে অথবা ব্যবসায় অথবা পেশায়) আমাদের সমস্ত কর্মের ফল পরম

ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার কথা বিবেচনা করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম ভোক্তা, তিনিই হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই এই জগতের সব কিছুর ঈশ্বর বা মালিক বলে দাবি করতে পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর সে কথা স্মরণ করেন, এবং তা করার সময় তিনি ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা, এবং গুণাবলী বারংবার উচ্চারণ করেন। তার ফলে তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ভগবানের নাম, গুণ ইত্যাদি তাঁর থেকে অভিন্ন এবং তাই তাঁর নাম ইত্যাদির সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকার অর্থ হচ্ছে ভগবানেরই সঙ্গে যুক্ত থাকা।

আমরা যে অর্থ উপার্জন করি তার অধিকাংশ, অন্ততপক্ষে অর্ধাংশ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা এবং বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের উপার্জিত অর্থ দান করাই যথেষ্ট নয়, ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচারের আয়োজন করাও আমাদের কর্তব্য ; কেন না সেটি ভগবানের একটি আদেশ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যাঁরা তাঁর মহিমা প্রচারের কাজে নিরন্তর যুক্ত, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে প্রিয়, তাঁদের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। ভগবানের সেই নির্দেশ পালন করার জন্য জড় জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিও নিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি চান যে *ভগবদ্গীতার* বাণী যেন তাঁর ভক্তদের কাছে প্রচারিত হয়। জ্ঞান, দান, তপশ্চর্যা ইত্যাদির দ্বারা যাদের হৃদয় নির্মল হয়নি, তারা সাধারণত ভগবানের বাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাই অনিচ্ছুক মানুষকেও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অতি সরল পন্থার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত বাণী কীর্তন, নর্তন এবং প্রসাদ-সেবনের মাধ্যমে প্রচার করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন ; এইভাবে আমাদের উপার্জনের অর্ধাংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে। কলহ এবং বিভেদের যুগ এই কলিযুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা যদি তাঁদের উপার্জনের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় ব্যয় করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর এই নারকীয় পরিবেশকে ভগবদ্ধামের অপ্রাকৃত পরিবেশে রূপান্তরিত করা যায়। যে অনুষ্ঠানে সুন্দর নাচ-গান হয় এবং সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কেউই অসম্মত হবে না। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সকলেই যোগ দেবে এবং সেখানে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। এইভাবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করবে এবং তার ফলে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করার একটি শর্ত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে, তা যেন সব রকমের জড় কামনা-বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। ভগবানের শুদ্ধ

ভক্ত কেবল জড় কামনা-বাসনা থেকেই মুক্ত নন, তিনি সকাম কর্ম এবং ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত শুষ্ক জ্ঞানের প্রভাব থেকেও মুক্ত। ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এবং বিশেষ করে *ভগবদ্গীতায়* ভগবান নিজে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন। আমাদের কেবল তা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করতে হবে। তা হলেই তা আমাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করবে। যে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে পারে। কারোরই তার নিজ নিজ অবস্থা বা বৃত্তি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তবে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, সেই অভ্যাসটি বর্জন করতে হবে। এই ধরনের গর্বোদ্ধত প্রচেষ্টা বর্জন করার পর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী পূর্ববর্ণিত গুণাবলী সমন্বিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে। তা হলে নিঃসন্দেহে সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ৩৭

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ—ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা-সমন্বিত প্রণব মন্ত্র; **নমঃ**—ভগবানকে প্রণতি নিবেদন; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বসুদেবনন্দন ভগবান বাসুদেবকে; **ধীমহি**—কীর্তন করি; **প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, সঙ্কর্ষণায়**—ভগবান বাসুদেবের সমস্ত অংশ-প্রকাশ-কে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **চ**—এবং।

অনুবাদ

প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক; আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি।

তাৎপর্য

'পঞ্চরাত্র' অনুসারে নারায়ণ হচ্ছেন ভগবানের সমস্ত প্রকাশের আদি কারণ। এই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ মাঝখানের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে, প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণের ডান দিকে এবং অনিরুদ্ধ বাসুদেবের বাঁ দিকে—এইভাবে চারটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এঁদের বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ।

এটি হচ্ছে একটি বৈদিক মন্ত্র, যা শুরু হয়েছে ওঁ-কার প্রণব দিয়ে এবং 'ওঁ নমো ধীমহি' ইত্যাদি বীজ মন্ত্র সমন্বিত চতুর্ব্যূহের এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলেই স্বীকার করা হয়েছে।

যে কোন কর্ম, তা সকাম কর্মের স্তরেই অধিষ্ঠিত হোক অথবা মনোধর্মপ্রসূত দর্শনের স্তরেই হোক, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্বউপলব্ধির উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলেই বিবেচনা করা হয়। তাই নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে ভগবানের সঙ্গে জীবের আন্তরিক সম্পর্ক যে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয় তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা করে অনন্য ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের প্রতি এই অপ্রাকৃত ভক্তির পরম প্রাপ্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা। এই প্রেম বিভিন্ন অপ্রাকৃত রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ভগবৎ-সেবা মিশ্রভাবেও সম্পাদিত হয়, সকাম কর্মমিশ্রা ভক্তি অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

শৌনক আদি ঋষিরা সদ্‌গুরুর সেবায় সূত গোস্বামীর সাফল্যের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তেত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। এটি চতুর্ব্যূহের মন্ত্র। কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কেন না চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন তাঁরই প্রকাশ। তাঁর নির্দেশের সব চাইতে গোপনীয় অর্থ হচ্ছে—সর্বদাই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশিত ভগবানের অংশপ্রকাশ সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও স্মরণ করা উচিত। এই চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব অথবা শক্তিতত্ত্বরূপ অন্য সমস্ত সত্যের আদি উৎস।

শ্লোক ৩৮

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্ ।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **মূর্তি**—প্রতিরূপ; **অভিধানেন**—শব্দের দ্বারা; **মন্ত্রমূর্তিম্**—মন্ত্রমূর্তি; **অমূর্তিকম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কোন জড় রূপ নেই; **যজতে**—আরাধনা করা; **যজ্ঞপুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সঃ**—তিনিই কেবল; **সম্যক্ দর্শনঃ**—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান; **পুমান্**—পুরুষ।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।

তাৎপর্য

আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলি জড় উপাদান দ্বারা গঠিত, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে তা অসমর্থ। তাই তিনি মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রমূর্তিতে পূজিত হন। যা কিছুই আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত তা কেবল শব্দের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বহু দূর থেকেও কিভাবে শব্দের মাধ্যমে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জড়ের মাধ্যমে যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে চিন্ময় স্তরে তা সম্ভব হবে না কেন? এটি কোন অস্পষ্ট নির্বিশেষ অভিজ্ঞতা নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁর রূপ বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।

সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে 'মূর্তি' শব্দটির দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে, প্রতিরূপ এবং বিঘ্ন। আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে 'অমূর্তিকম্' শব্দটি 'নির্বিঘ্নে' বলে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের চিন্ময় স্বরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়; অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণ করার ফলে আমাদের চিন্ময় স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয়। এই মন্ত্র ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মন্ত্র জপ করার অনুশীলন করতে হয়। তার ফলে আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারি। পাঞ্চরাত্রিক প্রথায় অর্চনের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, যা হচ্ছে প্রামাণিক এবং স্বীকৃত। পাঞ্চরাত্রিক প্রথাই হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার সব চাইতে প্রামাণিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত কেউই ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারে না, আর শুষ্ক জ্ঞানের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তো নয়ই। পাঞ্চরাত্রিক প্রথা এই কলিযুগের জন্য যথার্থই উপযুক্ত। কলিযুগের জন্য বেদান্ত থেকেও পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৩৯

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবংচ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥

ইমম্—এইভাবে; **স্বনিগমম্**—বেদে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় গুহ্য জ্ঞান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ (ব্যাসদেব); **অবেত্য**—ভালভাবে জেনে; **মৎ**—আমার দ্বারা; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠিত হয়েছে; **অদাৎ**—দেওয়া হয়েছে; **মে**—আমাকে; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **স্বস্মিন্**—ব্যক্তিগত; **ভাবম্**—অন্তরঙ্গ স্নেহ এবং প্রীতি; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন, এবং

তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গে ভগবানের যে প্রকাশ তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসার সর্বোত্তম পন্থা। দশটি নাম-অপরাধ বর্জন করে, ভগবানের সঙ্গে এইভাবে বিশুদ্ধ সংযোগ স্থাপনের ফলে ভক্ত জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন এবং বৈদিক শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন—অপ্রাকৃত জগতে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে পারেন। যাঁরা ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক-শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভগবান তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তারপর, ভক্ত আটটি যৌগিক সিদ্ধিলাভ করেন, এবং চরমে, ভক্ত ভগবানের স্বপাদর্ষত্ব লাভ করেন এবং গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের বিশেষ সেবা লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করার চাইতে ভগবানের সেবা করার প্রতি অধিক আগ্রহী। শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং নারদ মুনি যা লাভ করেছিলেন, তা ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশের শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় নারদ মুনির মতো প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রাখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

ত্বম্—তুমি; **অপি**—ও; **অদভ্র**—বিশাল; **শ্রুত**—বৈদিক শাস্ত্র; **বিশ্রুতম্**—শ্রবণ করা হয়েছে; **বিভোঃ**—সর্বশক্তিমানের; **সমাপ্যতে**—তুষ্ট; **যেন**—যার দ্বারা; **বিদাম্**—বিদ্বানের; **বুভুৎসিতম্**—যিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষী; **প্রাখ্যাহি**—বর্ণনা করা; **দুঃখৈঃ**—দুঃখের দ্বারা; **মুহুঃ**—সর্বদা; **অর্দিত-আত্মনাম্**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা; **সংক্লেশ**—দুঃখ-দুর্দশা; **নির্বাণম্**—নিবৃত্তি; **উশন্তি ন**—বের হয় না; **অন্যথা**—অন্য কোন উপায়ে।

অনুবাদ

তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে

মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন যে জড় জগতের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ব্যাপকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা। চার রকমের ভাল মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং এই ধরনের ভাল মানুষেরা—১) যখন আর্ত হয়, ২) যখন অর্থার্থী হয়, ৩) যখন তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হয় এবং ৪) যখন তারা বেশি করে ভগবানের কথা জানতে চায়, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন বিশাল বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে, যা তিনি ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন। চার রকমের খারাপ মানুষ রয়েছেঃ ১) যারা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তার ফলে তারা দুঃখ ভোগ করে, এদের বলা হয় মূঢ়, ২) যারা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নানা রকম জঘন্য কর্মের প্রতি আসক্ত এবং তার ফলে তারা তার ফল ভোগ করে, এদের বলা হয় নরাধম, ৩) যারা জড় বিদ্যায় মস্ত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তারা নিরন্তর নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না, এদের বলা হয় মায়া-অপহৃত-জ্ঞান এবং ৪) যারা হচ্ছে নাস্তিক এবং তাই তারা নিরন্তর নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করলেও ভগবানের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না, এই ধরনের ভগবদ্বিদ্বেষীদের বলা হয় আসুরী।

শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে উপদেশ দিলেন, যাতে ভাল এবং খারাপ এই উভয় স্তরের আট রকমের মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* তাই কোন বিশেষ ধরনের মানুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নয়। তা হচ্ছে ঐকান্তিক জীবদের জন্য, যাঁরা তাঁদের যথার্থ মঙ্গল সাধন করে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে চান।

ইতি—"ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।